চকোলেট খেয়ে ফেলতাম: বিরাট

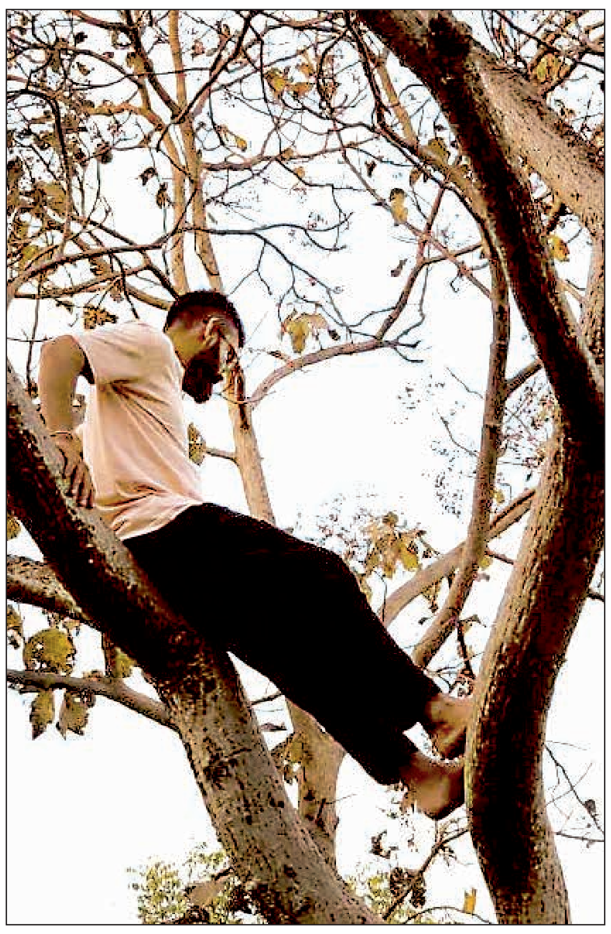

গাছে ওঠার এই ছবি টুইটারে পোস্ট করলেন বিরাট কোহলি।

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ২৮ জুলাই

২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষে ওয়াংখেড়ের সেই বিখ্যাত দৃশ্য। শচীন তেন্ডুলকারকে কাঁধে চাপিয়ে মাঠ পরিক্রমা করছেন বিরাট কোহলিরা।

সতীর্থ মায়াঙ্ক আগারওয়ালের সঙ্গে চ্যাট শোয়ে ন'বছর আগের ঘটনা নিয়ে বললেন বিরাট। তাঁর কথায়, 'সবাই জানতাম শচীন–পাজির কাছে বিশ্বকাপ জেতার এটাই শেষ সুযোগ। ফলে ওঁকে ঘিরে একটা আবেগ তো ছিলই। দীর্ঘদিন ও দেশের সেবা করেছে। ভারতকে কত ম্যাচই–না জিতিয়েছে। আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। প্রতিদান হিসেবে ওটা ছিল আমাদের তরফ থেকে একটা উপহার।'

২০১৫ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণের জন্য ধোনির বদলে উইকেট কিপিং করেছিলেন বিরাট। কীভাবে সেটা হয়েছিল? বিরাটের জবাব, 'কখনও মাহিভাইকে জিজ্ঞেস করিস, কীভাবে হয়েছিল। কখনও দু–তিন ওভার কিপিং করে দেখিস। তখন কিপিং করার পাশাপাশি ফিল্ডিংও সাজাচ্ছিলাম। তখনই বুঝি মাহিভাইয়ের কাজ কতটা কঠিন। বড় সমস্যা হয়েছিল উমেশ বল করতে আসায়। মাথায় ঘুরছিল, ওর বল যদি আমার মুখে এসে লাগে! একবার ভাবি, হেলমেট পরি। কিন্তু মান–সম্মান নিয়ে টানাটানি হবে বুঝে ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলি।'

ডায়েট নিয়েও কথা বলেছেন। বিরাটের কথায়, '২০১২ আইপিএল শেষে বাড়ি এসে নিজেকে দেখে হতাশ হই। তখন পাগলের মতো খেতাম। প্রতিদিন চার–পাঁচ প্যাকেট চকোলেট খেয়ে ফেলতাম। আসলে সাফল্য দেখে ভেবেছিলাম, সব নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। কিন্তু ব্যর্থতার ধাক্কাটাই ধারণা বদলে দিয়েছিল। নিজেকে বদলানোর সিদ্ধান্ত নিই।'

২০১৮ অস্ট্রেলিয়া সফরে বক্সিং ডে টেস্টে কেন তাঁকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন বিরাট। মায়াঙ্কের এই প্রশ্নে বিরাটের রসিকতা, 'আমার মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনবি বলে ডেকেছিলি?' পরক্ষণেই যোগ করেন, 'ক্রিকেটারের মানসিকতাটাই গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন পরিস্থিতিতে যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার ওপর বাজি ধরাই যায়। আরসিবি–তে তোকে দেখেছি। জানতাম আন্তর্জাতিক বোলারদের খেলার অভিজ্ঞতা আছে।'

দলগুলো সব ঠিক করুক: ব্রিজেশ

দেবাশিস দত্ত

১ আগস্ট আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভা হচ্ছে না। হবে পরের দিন, রবিবার, ২ আগস্ট। এ খবর জানানোর পাশাপাশি আইপিএলের চেয়ারম্যান ব্রিজেশ প্যাটেল আজকাল–এর নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

■ ১ আগস্ট তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছিল, তাই না?

ব্রিজেশ প্যাটেল: ইয়েস, সাম ইম্পর্ট্যান্ট ইস্যুস আর দেয়ার। ১ দিন আমরা পিছিয়ে দিয়েছি ওই সভা। তার আগে কয়েকটি ব্যাপার আমরা পরিষ্কার হয়ে যেতে চাই।

■ প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভিভো কি থাকবে?

ব্রিজেশ: আলোচনা চলছে। এখনও সময় আছে তো…।

■ কোক যেমন আইপিএল থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, সেভাবে অন্য অনেক কোম্পানি নাকি এ মুহূর্তে টাকা খরচ করতে চাইছে না?

ব্রিজেশ: এখনও দেরি আছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই অবস্থা পাল্টাতে শুরু করবে। সামনে উৎসবের মরশুম। বড়, ছোট সব কোম্পানির লোকেরা কাজের অভাবে হাত গুটিয়ে বসে আছে। ওই কর্মচারীদের কাজে লাগাতে হবে তো। যে আতঙ্কের ছবি দেখানো হচ্ছে, তা উত্তরোত্তর ভাল হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

২ আগস্ট আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সভা

■ একদা শারজা ক্রিকেট–জুয়ার পীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এত বছর পর বোর্ড তাহলে শারজাকে সবুজ সঙ্কেত দিচ্ছে?

ব্রিজেশ: হ্যাঁ, একদা। মাথায় রাখতে হবে, এখন আইপিএলের অন্যতম আয়োজক হল এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ড। ওরা চাইছে দুবাই, আবু ধাবির সঙ্গে শারজাতেও ম্যাচ করতে।

■ আইসিসি–র অপরাধ দমন শাখা বলছে, আট শহরের পরিবর্তে তিন শহরে আইপিএল আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়ায় ওদের কাজ করতে সুবিধা হবে।

ব্রিজেশ: ভালই তো। সবার যাতে কাজ করতে সুবিধা হয়, এটাই তো ভারতীয় বোর্ড চাইবে।

■ ৮ ফ্র্যাঞ্চাইজি ৮ হোটেলে থাকবে?

ব্রিজেশ: এটা সব ক'টা ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্যাপার। তিন শহরের সেরা পাঁচতারা হোটেলের নাম আমরা দিয়ে দিচ্ছি। নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ফ্র্যাঞ্চাইজিরা নিজেদের ডেরা বেছে নেবে।

■ 'ফ্লাই বাই দুবাই'। প্রত্যেক বছর পর্যটকদের জন্য এমন স্লোগান ব্যবহার করা হয়। এবার সঙ্গে যোগ হবে আইপিএল। পর্যটকদের স্বাগত জানানোর পালা শুরু করেছে দুবাই। আইপিএলের খেলা পর্যটকেরা টিকিট কেটে দেখতে চাইছেন?

ব্রিজেশ: আমরা এই সিদ্ধান্ত নেব না। ইউএই সরকার যা বলবে, তা মেনে চলতে হবে। বিসিসিআইয়ের মতামতের এখানে কোনও দাম থাকবে না।

■ ক্রিকেটারদের স্ত্রী, বান্ধবীরা দলের সঙ্গে যেতে পারবেন?

ব্রিজেশ: এটা সব ফ্র্যাঞ্চাইজির ভেতরের ব্যাপার। ওরা যদি ক্রিকেটারদের স্ত্রী, বান্ধবীদের সঙ্গে রেখে অতিমারীকে দূরে রাখতে পারে, তো বোর্ড কোনও বাধা দেবে না। বায়ো–বাবল–এর বাইরে গেলে কী হতে পারে, তা নিশ্চয়ই নতুন করে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

■ সন্তানদের কী হবে?

ব্রিজেশ: ওই এক উত্তর। ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের পর নির্ভর করবে।

■ আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি, ধারাভাষ্যকার, ক্যাটারিং স্টাফ, বাসচালক, নিরাপত্তারক্ষীরা কোথায় থাকবেন?

ব্রিজেশ: আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারিরা অন্য হোটেলে থাকবেন। ধারাভাষ্যকাররাও অবশ্যই থাকবেন অন্য হোটেলে। তাঁদের দায়িত্বে থাকবে স্টাফ স্পোর্টস। আর ক্রিকেটারদের সঙ্গে জড়িত সবাই থাকবেন হোটেলে। লক্ষ রাখতেই হবে, বায়ো–বাবল–এর বাইরে থেকে কেউ যাতে ওই এলাকায় ঢুকে না পড়তে পারে।

খেলার খুচরো

স্থান বদল

অমর একাদশের ঐতিহাসিক বেঞ্চের স্থান বদল। মোহনবাগান ক্লাবে ঢোকার রাস্তার ডানদিকের লনে ছিল। এবার তা বাঁ–দিকের বড় লনে। মোহনবাগান দিবসের প্রাক্কালে বেঞ্চ ফুলে–মালায় সাজানো হয়েছে। এবার থেকে পাকাপাকিভাবে বাঁ–দিকের লনেই থাকবে।

শেষের দিকেই

রজার ফেডেরার স্বীকার করলেন, কেরিয়ার শেষের দিকেই। বলেছেন, 'অনেকদিন ধরেই অবসর নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। তবে এটা পরিষ্কার যে, আমি এখন কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছি।'

বাইরে এমবাপে

ফ্রেঞ্চ কাপ ফাইনালে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন পিএসজি স্ট্রাইকার এমবাপে। তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে। ১২ আগস্ট লিসবনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে আটালান্টার বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না।

অবশেষে জয়

টানা ছয় হারের পর জয়ের মুখ দেখলেন বিশ্বনাথন আনন্দ। লিজেন্ডস অফ চেস অনলাইন প্রতিযোগিতায় সপ্তম রাউন্ডে আনন্দ হারিয়েছেন ইজরায়েলের বরিস গেলফাঁকে। সোমবার রাতে খেলার ফল আনন্দের পক্ষে ২.৫–০.৫। জিতে আটে উঠলেন তিনি।

গেলেন ইমরান

চার মাস পর পাকিস্তান ছাড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার লেগ স্পিনার ইমরান তাহির। লাহোর থেকে গিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে, ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলতে। মার্চে পাকিস্তান সুপার লিগে খেলতে লাহোরে গিয়েছিলেন। করোনার জেরে আটকে পড়েন।

করোনা পজিটিভ

আচমকাই বিপদ রিয়েল মাদ্রিদ শিবিরে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ফুটবলার মারিয়ানো দিয়াজ। মঙ্গলবার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আপাতত তিনি স্বেচ্ছাবন্দি। বাকি দল ট্রেনিং করেছে।

বক্সিং ডে টেস্ট নিয়ে আশঙ্কা

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ২৮ জুলাই: চলতি বছরের শেষদিকে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে বিরাট কোহলিরা। মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া–ভারতের বক্সিং ডে টেস্ট শুরু হওয়ার কথা। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের আশঙ্কা করোনার জন্য মেলবোর্নে হয়তো বক্সিং ডে টেস্ট খেলা হবে না বিরাট কোহলিদের। মেলবোর্ন থেকে সরে যেতে পারে টেস্ট।

ভিক্টোরিয়া প্রদেশে দ্বিতীয় দফায় করোনা সংক্রমণের হার বেড়েছে। সংক্রমণ প্রতিরোধের দিকে কড়া নজর দিয়েছে প্রশাসন। মেলবোর্নের জনঘনত্ব অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি। সেটাই ভাবাচ্ছে ওয়ার্নারকে। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে পরিস্থিতি হাতের বাইরে। এখন যাই ঠিক হোক না কেন, পরে সেটা বদলাতে হবে। আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট হচ্ছে না, এটাই সম্ভবত সবাইকে দেখতে হবে।' করোনা–আতঙ্কের মধ্যেই ঠাসা ক্রীড়াসূচির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ওয়ার্নারদের। ইংল্যান্ড সফরের পর আইপিএল। তারপরই ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ। এখন জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থাকতে হচ্ছে অসি ক্রিকেটারদের। পরিবারের সদস্যদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। এই নিয়ে অসন্তুষ্ট ওয়ার্নার। ক্রিকেটজীবন সংক্ষিপ্ত করার ভাবনাও শুরু করে দিয়েছেন তিনি।

মানকাডিং: ফের প্রশ্ন অশ্বিনের

সংবাদ সংস্থা, দিল্লি, ২৮ জুলাই: ক্রিকেটে বোলারের ফ্রন্ট ফুট নো বল দেখার জন্য প্রতি বলে প্রযুক্তির ব্যবহার হয়। তা হলে সেই প্রযুক্তি কেন নন–স্ট্রাইক ব্যাটসম্যানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে না? সওয়াল করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

গতবারের আইপিএলে জস বাটলারকে মানকাডিং আউট করে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন অশ্বিন। স্বপক্ষে যুক্তিও দিয়েছিলেন। এবার ঘুরিয়ে মানকাডিং আউটকে সমর্থন করে এই স্পিনার বলেন, 'নন–স্ট্রাইকার দু–ফুট এগিয়ে দু–রান নেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বাড়তি সুবিধেই নেয় না, ওই ব্যাটসম্যানকে আবারও পরের বল খেলার সুযোগ করে দেয়। এতে পরের বলে চার বা ছয় রান হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ব্যাটসম্যান বদলে গেলে সেই সুযোগ কম। তাই বোলারদের স্বার্থে প্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যাটসম্যানের এই বাড়তি সুবিধে বন্ধ করা উচিত। এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিবার বল ও রান বাতিল করে দেওয়া দরকার।' পরক্ষণেই তিনি যোগ করেন, 'এমনিতেই ক্রিকেটে এখন বোলারদের ওপর চাপ বেশি। এরকম পরিস্থিতিতে খেলায় ভারসাম্য রাখতে এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার হোক। ফ্রন্ট ফুট নো বল দেখার জন্য তো প্রত্যেক বলে প্রযুক্তির ব্যবহার হয়। এক্ষেত্রেও সেটাকেই কাজে লাগানো যেতে পারে।'

সিরিজ জিতলেন রুটরা

আজকালের প্রতিবেদন

কার্লোস ব্রেথওয়েটের ভেতরের প্যাডে বিষাক্ত ডেলিভারিটা আছড়ে পড়তেই আউটের সোচ্চার আবেদন। আম্পায়ার সেই আবেদনে সাড়া দিতেই মাইলস্টোনের স্পর্শ। টেস্টে ৫০০ শিকারের নয়া সদস্যপদ পেয়ে গেলেন ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট ব্রড।

আবেগতাড়িত ব্রড মাইলস্টোন স্পর্শ করা বলটি চেয়ে নিলেন আম্পায়ারের থেকে। সতীর্থদের অভিবাদনের মাঝেই মাঠের কোনও একটা দিকে বলটা তুলে ধরলেন। দেখা গেল কাচের বক্সের ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক হাত তুলে পাল্টা অভিবাদন ফিরে দিলেন তাঁকে! কে তিনি? ম্যাচ রেফারি না? বিশ্বের কোনও মাঠ এমন দৃশ্য তো আগে দেখেনি!

ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড পারেননি নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকতে। ছেলে স্টুয়ার্টের কীর্তিতে তিনিও যেন আবেগতাড়িত। যা ম্যাচ রেফারিসুলভ নয়। কিন্তু কখনও কখনও আবেগ মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় নিজের কর্তব্য। যা দেখল ওল্ড ট্র্যাফোর্ড। সোশ্যাল মিডিয়া পারেও বটে। 'ম্যাচ রেফারি স্টুয়ার্ট ব্রডকে সমন পাঠাচ্ছেন। রাতে ড্রিঙ্ক এবং ডিনারে যোগ দেওয়ার জন্য।' নিছকই মজার। কিন্তু বাবা–ছেলে তো টেস্টের শেষে বসতেই পারেন 'সেলিব্রেট' করতে।

সেলিব্রেট তো সর্বার্থে। কোভিড–জমানায় প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়। তা–ও আবার কি না প্রথম টেস্টে হেরে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে তারপর সিরিজ জয়। জো রুটদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হবে কোভিড–১৯ যেন বিলেত থেকে পালিয়েছে।

৩৮৯ রানের চাপ। তার ওপর ভারী আবহাওয়ায় সামলানো ব্রিটিশ সুইং বোলারদের। হাতে ৮ উইকেট থাকা সত্ত্বেও কাজটা কঠিন ছিল জেসন হোল্ডারদের। বাঁচাতে পারত চতুর্থ দিনের মতো সারাদিনের বৃষ্টি। কিন্তু শেষ দিনে ম্যাঞ্চেস্টারে বৃষ্টি এলেও তা ক্ষণস্থায়ী। ঠিক যেমন বাইশ গজে ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং। ক্রিস ওকসও চেনালেন নিজের জাত। শেষ টেস্ট ইংল্যান্ড জিতল ২৬৯ রানে। সিরিজ ২–১–এ। শেষ টেস্টে দু'ইনিংস মিলিয়ে মোট ১০টি উইকেট ব্রডের। প্রথম টেস্টে বাদ যাওয়ার যাবতীয় জবাব দেওয়ার জন্য যেন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেস্টই বেছে নিয়েছিলেন। দেখিয়ে দিলেন সতীর্থদের। সিরিজে ব্রডের পাশাপাশি নিজের যোগ্যতা আবার প্রমাণ করেছেন অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটে–বলে তাঁর অবদান ভোলার নয়। যোগ্য দলের হাতেই সিরিজ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: **ইংল্যান্ড (প্রথম ইনিংস) ৩৬৯। ওয়েস্ট ইন্ডিজ (প্রথম ইনিংস) ১৯৭। ইংল্যান্ড (দ্বিতীয় ইনিংস) ২২৬/২ ডিক্লেয়ার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ (দ্বিতীয় ইনিংস) ১২৯ (হোপ ৩১, ওকস ৫/৫০, ব্রড ৪/৩৬)।**

■ ফল: ইংল্যান্ড ২৬৯ রানে জয়ী।

৫০০ ক্লাব

জেমস অ্যান্ডারসন, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, কোর্টনি ওয়ালশের পর বিশ্বে মাত্র চতুর্থ ফাস্ট বোলার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট হল ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট ব্রডের।

৫৮৯
অ্যান্ডারসন, ইংল্যান্ড
(ম্যাচ ১৫৩, গড় ২৬.৮৩)

৫৬৩
ম্যাকগ্রাথ, অস্ট্রেলিয়া
(ম্যাচ ১২৪, গড় ২১.৬৪)

৫১৯
ওয়ালশ, ওঃ ইন্ডিজ
(ম্যাচ ১৩২, গড় ২৪.৪৪)

৫০১
ব্রড, ইংল্যান্ড
(ম্যাচ ১৪০, গড় ২৭.৯৪)

আগস্টে ফের বৈঠক করবেন অরূপ বিশ্বাস

আজকালের প্রতিবেদন

খেলাধুলো কবে থেকে শুরু করা যায়, তা নিয়ে মঙ্গলবার বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আগস্টে আবার বৈঠক করবেন তিনি।

অরূপ বলেন, 'তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়। মানুষের জীবন অনেক মূল্যবান। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নয়া নির্দেশিকার অপেক্ষায় আছি। সেটা পেলে আগস্টে আবার সকলের মুখোমুখি হব।'

তিনি আরও জানান, 'কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর এক রাজ্য, এক খেলার নীতিতে সায় দিইনি। এটা স্পোর্টস কাউন্সিলের সবাই সমর্থন করছেন। এছাড়া জলপাইগুড়িতে বিপুল অর্থ খরচ করে স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি করে সাইকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা কোনও কাজেই লাগায়নি সাই। ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর গোচরেও এনেছি বিষয়টা। তিনি কী পদক্ষেপ নেন দেখা যাক।'

বৈঠকে ছিলেন দক্ষিণ বসিরহাটের বিধায়ক প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস। মহমেডানের ফুটবল সচিব হওয়া এবং আমফান ও অতিমারীতে সমস্যায় পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্পোর্টস কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা অভিনন্দন জানান দীপেন্দুকে। আগস্টের বৈঠকের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে মহমেডানের দ্বিতীয় ডিভিশন আই লিগের প্রস্তুতি শুরুর দিন।

বেতন-সীমা তোলার প্রস্তাব এটিকে-এমবির

আজকালের প্রতিবেদন

আইএসএল থেকে স্যালারি ক্যাপ, অর্থাৎ একটি দল ফুটবলারদের পিছনে কত টাকা খরচ করতে পারবে তার সর্বোচ্চ সীমা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিল এটিকে মোহনবাগান। সব দলের বৈঠকে আইএসএলের আয়োজক এফএসডিএলের কাছে এই প্রস্তাব রেখেছে তারা।

নিয়ম অনুযায়ী, আইএসএলের প্রত্যেক দল প্রতি মরশুমে ফুটবলারদের পিছনে সর্বোচ্চ ১৬.৫ কোটি টাকা খরচ করতে পারবে। এর মধ্যেই ফুটবলারদের বার্ষিক বেতন এবং বোনাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটিকে মোহনবাগানের এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে মুম্বই সিটি এফসি, যারা ম্যান সিটির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। সম্প্রতি তাঁরা গোয়া থেকে ১.৬ কোটি টাকা দিয়ে হুগো বোমাসকে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। তবে এটিকে মোহনবাগানের তরফে খবরের সত্যতা স্বীকার করা হয়নি।

এফএসডিএল সূত্রে খবর, এটিকে মোহনবাগান প্রস্তাব রাখলেও, ২০২০–২১ মরশুমে স্যালারি ক্যাপ তুলে দেওয়া হচ্ছে না। আগামী মরশুমে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। তারপর স্যালারি ক্যাপ তোলার ব্যাপারে সব দলের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দেশের হয়ে খেলে পিওন পদে আবেদন

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ২৮ জুলাই

চার বছর জাতীয় দলের জার্সি চাপিয়েছেন যিনি, তাঁকেই পিওন পদে চাকরির জন্য আবেদন করতে হচ্ছে সংসার চালানোর জন্য। ২০১৫–১৯, ভারতের প্রতিবন্ধী ক্রিকেট দলে খেলেছেন দীনেশ সাইন। দেশকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। বছর পঁয়ত্রিশের দীনেশ জন্ম থেকেই পোলিওয় আক্রান্ত। স্ত্রী ও এক বছরের সন্তানকে নিয়ে কীভাবে সংসার চালাবেন, ভেবেই পাচ্ছেন না দীনেশ।

জানতে পেরেছেন জাতীয় ডোপ বিরোধী সংস্থায় (নাডা) পিওনের একটি পদ ফাঁকা রয়েছে। ওই চাকরি পেতে মরিয়া দীনেশ। বলেছেন, 'আমি এখন ৩৫। গ্র্যাজুয়েশনে প্রথম বছর চলছে। ১২ ক্লাসের পর শুধুই ক্রিকেট খেলেছি। ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কিন্তু এখন আমার কাছে টাকা নেই। শুনেছি নাডায় পিওনের পদ ফাঁকা আছে। স্বাভাবিক মানুষদের আবেদনের বয়সসীমা ২৫। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৫ বছর। তাই সরকারি চাকরির জন্য এটাই আমার শেষ সুযোগ।'

২০১৫ সালে বাংলাদেশে পাঁচ দেশীয় প্রতিযোগিতায় চার ম্যাচে আট উইকেট নিয়েছিলেন। আর্থিক সঙ্কটে দুঃখ রয়েছে। বলেছেন, 'অক্ষম, এটা কখনও বুঝিইনি ক্রিকেটের প্রতি প্যাশনের জন্য।'

বিরাট শীর্ষেই

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২৮ জুলাই: দীর্ঘদিন খেলা বন্ধ। ফলে আইসিসি–র ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় প্রথম দুইয়ে কোনও বদল হল না। ৮৭১ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে থাকলেন বিরাট কোহলি। ১৬ পয়েন্ট পিছনে দ্বিতীয় স্থানে রোহিত শর্মা। তৃতীয় স্থানে পাকিস্তানের বাবর আজম। বোলারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন যশপ্রীত বুমরা (৭১৯)। তিন পয়েন্ট এগিয়ে শীর্ষস্থানে নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট। প্রথম দশ অলরাউন্ডারের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় রবীন্দ্র জাদেজা। তিনি অষ্টম স্থানে রয়েছেন।

S24 PAGS	99
N24 PAGS	98
RANAGHAT	95
ARAMBAGH	91
BURDWAN	92
BOLPUR	89
MIDNAPUR	90
BANKURA	90
SILIGURI	85
MALDA / BALURGHAT	87
FALAKATA	88
ALIPURDUAR	89

CONTACT-80160 91101

আজ ভার্চুয়াল মোহনবাগান দিবস

আজকালের প্রতিবেদন: করোনা–লকডাউনে ভার্চুয়ালি উদ্‌যাপিত হবে এবারের মোহনবাগান দিবস। টুটু বসুর ভিডিওবার্তা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু। আড্ডায় হাজির থাকবেন সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, সুব্রত ভট্টাচার্য, শিলটন পাল, ব্যারেটো, সনি নর্ডি, বেইতিয়া, বাইচুং, প্রীতম কোটাল, প্রবীর দাস, প্রণয় হালদার, শুভাশিস বসুরা। কর্তা দেবাশিস দত্ত, সৃঞ্জয় বসুও বক্তব্য পেশ করবেন। গানের অনুষ্ঠানে থাকবেন অনিন্দ্য চ্যাটার্জি, লোপামুদ্রা মিত্র, অনুপম রায়, সৃজিত মুখার্জি এবং দেবশঙ্কর হালদাররা। গোটা অনুষ্ঠান মোহনবাগানের ফেসবুক পেজে সরাসরি দেখানো হবে।

Nicco Corporation Limited – in Liquidation
Liquidation Sale
INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR
A. 25% SHARES IN NICCO PARKS AND RESORTS LIMITED *[Reserve Price: Rs. 35.06 crores]
B. FIRST FLOOR OF NICCO HOUSE [VACANT POSSESSION] (Approx 17,500 Sq. ft.) [Reserve Price: Rs. 10.50 crores]
For Details and Conditions: visit www.vinodkothari.com/nicco-liquidation
OR E-mail us: niccoliquidation@gmail.com
All EOIs/bids subject to Invitations dated 27th July, 2020
Last date of receipt of EOI: 7th August, 2020.
*Disclaimer: The invitation is for sale of assets of the Company under Insolvency Code and shall in no manner be deemed to be an offer document or invitation to public or otherwise for sale of the shares. The advertisement purports to ascertain interest of applicants and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator. Further, the Liquidator may in absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in the Invitation. Any such update/amendment/supplement/corrigendum may not be re-published and shall be communicated via the webpage as above, and any public notice thereof may not be issued.
Vinod Kumar Kothari, Liquidator
NICCO Corporation Limited – in Liquidation
Nicco House, 2, Hare Street, Kolkata- 700001/
R- 1006-1009, Krishna Building, 224 AJC Bose Road, Kolkata 700017
e-mail: niccoliquidation@gmail.com/resolution@vinodkothari.com
Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N00019/2016-17/10033
Date: 28.07.2020

কলকাতা পৌরসংস্থা

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও কলকাতা পৌরসংস্থা সর্বদা আপনার সাথে ও আপনার পাশে।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সার্বিক হেল্পলাইন নম্বর ঃ

১৮০০ ৩১৩ ৪৪৪ ২২২

কোভিড-১৯ আক্রান্তদের অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা সংক্রান্ত হেল্পলাইন নম্বর :

০৩৩-৪০৯০২৯২৯

পৌর পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে সমস্যা হলে যোগাযোগ করুন

শ্রী ফিরহাদ হাকিম

চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ্ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটরস, কলকাতা পৌরসংস্থা-র হোয়াট্‌সঅ্যাপ নম্বরে :

৯৮৩০০৩৭৪৯৩

158/20-21